দৈনিক রাজবার্তা
THE DAILY RAJBARTA
রাজশাহী বৃহস্পতিবার ॥ ০৩ জুলাই, ২০২৫

আম ও এসডিজি

মোঃ তৌহিদুজ্জামান
উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী

দশক দুই আগেও দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বেশিরভাগ মৌসুমি ফল ছিল ভোগ্যপণ্য। আমও এর ব্যতিক্রম নয়। আমপ্রধান গুটিকয়েক জেলা ছাড়া প্রায় সর্বত্রই এ ফলের চারা লাগানো হতো মূলত বাসাবাড়িতে ফলটি খাওয়ার ভাবনা থেকেই। সেখানে আতিথেয়তা আর নিজেদের খাওয়ার পর অতিরিক্ত যৎসামান্য আম শুধু বাণিজ্য পণ্যে পরিণত হতো। তবে আমপ্রধান এলাকায় দৃশ্যটা কিন্তু ভিন্ন। সেখানে অনেক আগে থেকেই এটা অর্থকরী ফলের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। আর যে জেলার অফিস-আদালত, মসজিদ-মাদ্রাসা, ইদগাহ, শ্মশানে আমের চাষ হয় সেই চাঁপাইনবাবগঞ্জ একধাপ এগিয়ে আমকে একেবারে এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথেই যুক্ত করে নিয়েছে। টেকসই উন্নয়নের ১৭ অভীষ্টের ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সরকার সেখান থেকে ৩৯টি লক্ষ্যমাত্রাকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তা বাস্তবায়নে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর সাথে প্রতিটি জেলার স্থানীয় সম্ভাবনা, জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলনে যুক্ত হয়েছে নতুন একটি সূচক। এ উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে এসডিজি'র স্থানীয়করণ। এটাকে 'থারটিনাইন প্লাস ওয়ান মডেল' নামেও অভিহিত করা হয়। এই মডেলে নিরাপদ আম উৎপাদন, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে কর্মসংস্থানের অনুপাত ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে আমের রাজধানী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অগ্রাধিকার সূচক। আমকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সূচকটি এসডিজি'র অভীষ্ট-২ এর অংশ চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে ক্ষুধা দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টির উন্নয়ন ও টেকসই কৃষির উন্নতির কথা বলা হয়েছে। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের এ অগ্রাধিকার সূচকটির সাথে দারিদ্র্য বিলোপ, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন, স্থলজ জীবন-এসব অভীষ্টগুলোর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। এছাড়া আরও কিছু অভীষ্টের সাথে এ উদ্যোগের পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। ২০১৮ সালে এসডিজি'র স্থানীয়করণে অগ্রাধিকার সূচকসমূহ চিহ্নিত করা হলেও সম্প্রতি রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত এক সেমিনার থেকে জানা যায় যে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির এ সূচকের জন্য অতি প্রয়োজনীয় 'বেজলাইন সার্ভে' করা হয়নি। কতজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আম উৎপাদন, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে জড়িত সে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে আম কেন্দ্রিক কর্মসংস্থানের প্রধান খাতগুলো হচ্ছে- আম উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ, বিপণন, রপ্তানি এবং আমের পর্যটন। আম উৎপাদন কর্মযজ্ঞের ব্যাপ্তি চারা তৈরি থেকে শুরু করে গাছে আম পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত। মাঝে গাছের পরিচর্যা, সার ও সেচ দেওয়া, পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, বাগান পাহারা দেওয়ার মতো কাজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য যে, এসব কাজের সবটুকুই শ্রমিক নির্ভর। একই রকম শ্রমিক নির্ভর কাজ হচ্ছে গাছ থেকে আম সংগ্রহ। একজন শ্রমিক সাধারণত গাছ থেকে একদিনে ৫০০ কেজি আম সংগ্রহ করে থাকে। সে হিসেবে এ বছরের সম্ভাব্য ৪ লক্ষ টন আম গাছ থেকে নামাতে ৯ হাজার শ্রমিকের ৩ মাসে কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার কথা। সেই সাথে আম সংগ্রহের উপকরণ তৈরিতে যুক্ত থাকে আরও কিছু মানুষ। স্থানীয় ভ্যানচালক থেকে শুরু করে সরকারি ম্যাঙ্গো ট্রেন-সকলেরই কর্মব্যস্ততা বাড়ে আমের মৌসুমে। নৌকার মাঝি, নসিমন, অটোরিকশা, পিকআপ, ট্রাক, বাস-সহ বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিসের শ্রমিকদের ব্যস্ততা বহুগুণে বাড়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম পরিবহনকে ঘিরে। দূরবর্তী স্থানে আম পাঠাতে প্যাকেজিং অপরিহার্য। আমের কার্টুন বেঁধে আয় বাড়িয়ে নেয় অনেক মানুষ। চাষির গাছ থেকে ভোক্তার হাতে সরাসরি আম পৌঁছালে চাষি যেমন তার ন্যায্য মূল্য পায়, ভোক্তাকেও খরচ করতে হয় না অতিরিক্ত অর্থ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমচাষি ও ভোক্তার মাঝে ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়তদার, খুচরা বিক্রেতা নামের কয়েক স্তরের ব্যবসায়ীর (মধ্যস্বত্বভোগীর) জায়গা তৈরি হয়ে আছে। কারো কারো তথ্য মতে, এ জেলার আম বিপণনে ৪০ হাজারের বেশি মানুষ যুক্ত হয়ে পড়ে। বিদেশে মানসম্মত আমের চাহিদা থাকে বেশি। মানসম্পন্ন আমের জন্য পরিচর্যা বেশি লাগে। স্বাভাবিকভাবে তাই রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনে বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়। এবছর জেলাটিতে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদিত হয়েছে ৬ হাজার টন।

আমকে ঘিরে এ জেলায় তেমন বেশি শিল্প গড়ে না উঠলেও আমের জুস, আমসত্ত্ব, আচার, জেলি ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে টুকটাক। আম মৌসুমে দেশের নানা প্রান্ত থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পর্যটকের আগমন ঘটে এ এলাকায়। তখন হোটেল-রেস্তোরাসহ পরিবহন ব্যবসা কিছুটা হলেও চাঙ্গা হয়ে উঠে। এভাবে বছরের একটা বড় সময় ধরে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমকে ঘিরে। আম কেন্দ্রিক কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও জেলাটিতে ফলটির আবাদ ও উৎপাদনের বছরভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরে। সে তথ্য বিশ্লেষণ করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ধারণা পাওয়া তেমন দুরূহ নয়। দপ্তরটির তথ্য মতে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের মোট ৪০ হাজার ৩১৮ হেক্টর ফল বাগানের মধ্যে ৯৩ শতাংশই আম বাগান। এসডিজি'র মেয়াদ শুরুর বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালে এ জেলায় ২৪ হাজার ৪৭০ হেক্টর জমিতে আম বাগান ছিল, এবার যা ৩৭ হাজার ৫০৪ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। এ বাগানগুলোতে এখন ফলন হয় এমন গাছের সংখ্যা ৮১ লক্ষ ৫২ হাজারটি। এসব গাছের মধ্যে ৭৫ ভাগের বয়স ২০ বছরের নিচে । এ তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে, সেখানে নতুন আমগাছের রোপণ চলমান রয়েছে। জেলাতে শুধু আবাদের এলাকা বাড়ছে তাই না বরং হেক্টর প্রতি এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জেলাটিতে হেক্টর প্রতি ৯ দশমিক ৮ টন করে মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন আম উৎপাদিত হয়। এবছর হেক্টর প্রতি ১০ দশমিক ৩ টন হিসেবে মোট ৪ লক্ষ টন আম উৎপাদিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অর্থাৎ ৯ বছর ব্যবধানে ৬৬ শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে। উৎপাদনের সমানুপাতে কর্মসংস্থান না বাড়লেও দুই-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত উৎপাদন যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে তা সহজে অনুমেয়। পিআইডি, রাজশাহী